দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ৩1 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ ও ১৯

সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষক স্বপন কুমার গোস্বামী হত্যার ঘটনায় স্কুলের দুই ছাত্রকে গতকাল গ্রেফতার করা হয়

ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের দিয়ে দুই ছাত্র খুন করিয়েছে শিক্ষক গোস্বামীকে

সাকির আহমেদ । রাজধানীর সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর দুই ছাত্র ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের দিয়ে নিজেদের শ্রেণী শিক্ষক স্বপন কুমার গোস্বামীকে হত্যা করিয়েছে। কিলিং স্কোয়াডের তিনজনের একজন ও মূল পরিকল্পনাকারী দুই ছাত্র গ্রেফতার হওয়ার পর হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কারণ বেরিয়ে এসেছে। স্কুলে নিয়মিত (১৯শ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উপস্থিত না হওয়া ও ক্লাসে পড়ালেখা না করায় শিক্ষক কর্তৃক বকাঝকা ও সাজা ভোগ করা এবং বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল ও নকল করার কারণে বহিষ্কৃত হওয়ায় দুই ছাত্র তাদের ইংরেজীর শিক্ষককে হত্যার জন্য এক লাখ টাকায় সন্ত্রাসী ভাড়া করে। গত শনিবার সকালে ধানমন্ডির নর্থ রোডে তিন সন্ত্রাসী স্বপনকে হত্যা করে।

ধানমন্ডি থানায় হত্যা মামলা দায়ের হওয়ার পর তদন্তভার গোয়েন্দা পুলিশের উপর ন্যস্ত করা হয়। তিনদিন অনুসন্ধান চালিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী একজনকে সনাক্ত করে। তার নাম মোঃ রিফাত আকন্দ। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে গোয়েন্দা পুলিশ ভূতের গলি থেকে রিফাতকে গ্রেফতার করে। গোয়েন্দা দফতরে এনে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে রিফাত শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ ও জড়িতদের ব্যাপারে তথ্য প্রকাশ করে।

গোয়েন্দা পুলিশের এডিসি মোঃ কোহিনূর মিয়া জানান, গ্রেফতারকৃত রিফাত বলেছে, জিন্টু র নেতৃত্বে বিপ্লবকে নিয়ে শিক্ষককে হত্যা করেছে। আর হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী হলো ল্যাবরেটরী স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র এমএন সাব্বির রহমান ওরফে শান্তনু ও তানভীর শরিফ ওরফে আপন। গতকাল বুধবার সকালে গোয়েন্দা দল ১৯/১, বাবুপুরা থেকে তানভীরকে গ্রেফতারের পর ৯/৩, মধুমতি ইস্টার্ন গার্ডেনে তল্লাশী চালায়। এই বাসা থেকে সাব্বিরকে গ্রেফতার করা হয়। দুই বন্ধুকে গোয়েন্দা দফতরে নেয়ার পর তারা রিফাতকে দেখে সব কথা খুলে বলে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর মোঃ আবদুল মালিক ও সুপারভিশন কর্মকর্তা এসি এনটিএম আকতারুজ্জামান পৃথকভাবে গ্রেফতারকৃত দুই ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। প্রথমে তারা শিক্ষক হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা রিফাত গ্রেফতার হওয়া ও সব কিছু প্রকাশ করেছে বলার পর সাব্বির ও তানভীরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। তাদের সামনে একবার রিফাতকে হাজির করা হলে উভয়েই জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে।

সাব্বির গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নিকট বলেছে, ক্লাসে পড়া দিতে না পারায় শিক্ষক স্বপন কুমার গোস্বামী প্রায়ই সাজা দিতেন। এতে সে অপমানবোধ করতো। গত বছর বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজীসহ দু'টি বিষয়ে ফেল করায় অষ্টম শ্রেণীতে উঠতে পারেনি। চলতি বছর একই ক্লাসে জুনিয়রদের সাথে পড়তে হচ্ছে। আর এবারও পড়া না পারায় শিক্ষক ক্লাসে বকাঝকা করেন। তানভীর স্বীকার করেছে, এবার বার্ষিক পরীক্ষায় নকল করার সময় শিক্ষক স্বপন কুমার গোস্বামী তাকে বহিষ্কার করেন। এরপর দুই বন্ধু প্রতিশোধ নেয়ার জন্য একাধিকবার মিলিত হয়ে পরামর্শ করে।

সাব্বির ও তানভীর তাদের পূর্ব পরিচিত ভূতের গলির রিফাতের সাথে যোগাযোগ করে। তারা শিক্ষককে হত্যা করার প্রস্তাব দেয়। কাজ হয়ে গেলে এক লাখ টাকা দেয়া হবে। রিফাত প্রস্তাব নিয়ে তার বস জিন্টু র সাথে কথা বলে। রিফাত তার বস ও সাব্বির এবং তানভীরের সাথে কথাবার্তা বলে। রিফাত গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বলেছে, জিন্টু এক লাখ টাকার সাথে সাব্বিরের পিতার রিভলবার দাবি করে। এতে সাব্বির রাজি হয়ে যায়। গত বৃহস্পতিবার সাব্বির রিভলবার রিফাতের হাতে তুলে দেয়। এরপরই শনিবারে শিক্ষককে হত্যা করা হয়।

রিফাতের জবানবন্দি

গতকাল গ্রেফতারকৃত রিফাতকে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। পরে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। একটি সূত্র জানায়, গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নিকট রিফাত যেসব কথা স্বীকার করেছে আদালতে তাই বলেছে। সাব্বির ও তানভীরকে আজ বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করা হবে।

সাব্বিরের পিতা আটক

সাব্বিরের পিতা মোঃ মশিউর রহমানকে গোয়েন্দা পুলিশ আটক করেছে। তিনি ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের সিনিয়র সহকারী সচিব। গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেন, তার লাইসেন্স করা একটি শটগান ও একটি রিভলবার রয়েছে। গতকাল দুপুরে মশিউর রহমান গোয়েন্দা দফতরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, তার দুটি আগ্নেয়াস্ত্র সব সময় তালা দেয়া অবস্থায় থাকে। আর ছেলে কি করেছে তার জন্য তাকে কেন আটক করা হবে? এরপরই গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মশিউর রহমানকে তার বাসায় নিয়ে যান। তিনি দুটি লাইসেন্স ও শটগান বের করে দেন। কিন্তু রিভলবার দিতে পারেননি। রিভলবার সম্পর্কে তিনি কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারায় তাকে গোয়েন্দা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

দুই ছাত্রই বখাটে

সাব্বির ও তানভীর গ্রেফতার হওয়ার পর ল্যাবরেটরী স্কুলে খোঁজ নিতে গেলে ছাত্ররা জানায়, দু'জনই বখাটে প্রকৃতির। ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা ও পড়ালেখা না করাটাই ছিল নিয়ম। ক্লাস পরীক্ষাসহ সকল পরীক্ষায় তারা নকল করতো। আর পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর বলে না দিলে পাশের ছেলেকে পরীক্ষা শেষে চড় মারা তাদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কয়েকজন ছাত্র জানায়, স্কুলে সাব্বির ও তানভীরকে বখাটে জোড় হিসাবে সবাই ভালো করে চিনে। কিন্তু কেউই তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কোন কথা বলতো না।